তারিখ 06 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

যুগান্তর

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মনিটরিং

আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) অর্থাৎ মালিক ও সিন্ডিকেট সদস্যদের নাম-পরিচয় তলব এবং জঙ্গিবিরোধী কমিটি গঠনের সার্কুলার জারি করেছে। পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেটে সরকারের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বিওটি, সিন্ডিকেট গঠন ও পরিচালনা, সরকার কর্তৃক মনোনীত অডিট টিম কর্তৃক হিসাব পরিচালনা, একাডেমিক কাউন্সিল গঠন ও নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা ইত্যাদি তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। বস্তুত দেশে জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে কয়েকটি নামিদামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা উদ্ঘাটিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, এগুলো তারই অংশ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে আইন অনুযায়ী চলে এবং সেখানে উপযুক্ত পরিবেশে লেখাপড়া হয়, তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তবে গুলশানের হলি আর্টিজানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে তোলা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সরকার অনেকটাই উদাসীন ছিল, এ কথা বললে ভুল বলা হবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগও রয়েছে। দুঃখজনক হল, অতীতে সরকারের পক্ষ থেকে অনেকবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার কথা বলা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এ ব্যাপারে ইউজিসির কার্যকর কোনো ভূমিকাও চোখে পড়েনি। ফলে অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে গুলশান ট্রাজেডির পর এ ব্যাপারে সরকারের টনক নড়ার বিষয়টি ইতিবাচক।

দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৪। এর মধ্যে ৮৪টি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও কৌশলে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওজি) বা মালিকপক্ষ অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো এগুলো চালাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার নামে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি, অনিয়ম, ভর্তি ও সনদবাণিজ্য করলেও এসব নিয়ে সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসির তৎপরতা ছিল অনেকটাই শিথিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি থেকে মাঝে-মধ্যে দু'-একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করে পত্র দেয়া হলেও বস্তুত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর এতদিন সরকারের শক্ত কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে মালিকানা দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে নামকাওয়াস্তে পাঠদান, কোচিং সেন্টারের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়ায় শিক্ষক এনে জোড়াতালির ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রিসহ নানারকম অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বস্তুত এর সুযোগেই সেখানে জঙ্গিবাদের বিষবৃক্ষ মাথাচাড়া দিয়েছে, যা সমূলে উৎপাটন করা জরুরি। এ লক্ষ্যে গৃহীত সরকারের উদ্যোগ যাতে মুখ থুবড়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। হুজুগে জাতি বলে বাঙালির বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। বাঙালির সামনে নতুন কোনো ইস্যু এলে তখন সেটা নিয়ে কিছুদিন খুব হৈচৈ হয়। পরে সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন মেনে চলা এবং সেখানে জঙ্গিবাদের উত্থান রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যাতে মুখ থুবড়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে সরকার যত্নবান হবে— এটাই প্রত্যাশা।